প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

আহমেদ দিদাত রচিত "আল-কোরআন দি আলটিমেট মিরাকল্ (AL QURAN THE ULTIMATE MIRACLE) পড়ার পর মনে হলো বইটি বাংলায় অনুবাদ করা হলে আমাদের দেশের মুসলমান ভাইয়েরা পবিত্র কোরআন যে অলৌকিক কিতাব, আল্লাহর মহিমা এবং আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (সা) যে খাতামুন্নাবিয়্যীন এবং রাহমাতাল্লিল আলামীন এই সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন।

বিদেশের বহু অমুসলিম চিন্তাবিদ, লেখক ও দার্শনিক এবং বহু দেশের শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত লোকদের ধারণা, কোরআন হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর রচনা। এই সম্পর্কে বইয়ে অনেক উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন মূল লেখক আহমেদ দিদাত। পবিত্র কোরআন যে মানুষের রচনা নয়, এমন কি হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর রচনাও নয়, এটা যে আল্লাহ্র কালাম অর্থাৎ আল্লাহ্ই এর রচনাকারী সে প্রমানটি তিনি অকাট্যভাবে প্রকাশ করেছেন তার লেখনীতে। আমি শুধু অনুবাদ করেছি। বইটিকে সাধারণ পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার চেষ্টা করেছি, এ জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে মর্মার্থ ঠিক রেখে বক্তব্য অনুবাদ করা হয়েছে। কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকলে আল্লাহ্র কাছে ও পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

অনুবাদে ভাষা সংশোধনের ব্যাপারে আমি আমার সহকর্মী, মুক্তিযুদ্ধের শব্দসৈনিক, কবি এবং চট্টগ্রামে প্রথম স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম বেলাল মোহাম্মদের কাছে ঋণী। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমার পান্ডুলিপির ভাষা সংশোধন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বইটি ছাপানোর ব্যাপারে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন রেডিও বাংলাদেশের প্রাক্তন পরিচালক ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সৈয়দ আশরাফ আলী।

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামের খেদমত করার জন্য দীর্ঘজীবন দান করুন।

এ কে মোহাম্মদ আলী

সূচীপত্র

- মূল পটভূমি ১৩
- আল কোরআনের অলৌকিকত্ব ১৩
- বৈজ্ঞানিক প্রমাণে কোরআনের বাণী ১৮
- পবিত্র কালামের বিশুদ্ধতা ২৪
- বিশ্বের খ্যাতনামা লেখকদের অভিমত ৩১
- ইহার উপর আছে উনিশ ৩৮
- গণনা ও শতাব্দীসমূহ ৪৪
- গ্রন্থকার কোন মানব নয় ৫০
- গাণিতিক অলৌকিকত্ব ৬০
- ভবিষ্যৎ বাণী এবং পূর্ণতা ৭১
- অতিরিক্ত সংযোজনী ৭৮

প্রথম অধ্যায়

মূল পটভূমি

আল-কোরআনের অলৌকিকত্ব

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানব সমাজের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যখন কোন নবী বা রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষকে পরিচালিত হওয়ার নির্দেশ আসে, তখন মানুষ তা গ্রহণ না করে নবী ও রাসূলদের নিকট কোন 'যাদু' বা 'মোজেযা' অথবা কোন অলৌকিক ঘটনা দেখানোর দাবী করে থাকে।

হযরত ঈসা (আ) যখন তাঁর লোকদের মাঝে ধর্ম প্রচার শুরু করলেন, মানুষকে সৎপথে আসার আহবান জানালেন, নিষিদ্ধ কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিলেন এবং আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী চলার উপদেশ দিলেন তখন তিনি (হযরত ঈসা আ) যে একজন নবী তা প্রমাণ করার জন্য লোকেরা তাঁকে 'মোজেযা' বা অলৌকিক ঘটনা দেখানোর দাবী জানাল। এই সম্পর্কে বাইবেলের মথি লিখিত ১২নং অধ্যায়ের ৩৮ ও ৩৯নং আয়াতে নিম্নরূপ বর্ণিত আছে :

> "৩৮ : এর পরে কয়েকজন ধর্ম শিক্ষক ও ফরিশী যীশুকে বললেন, গুরু, 'চিহ্ন' হিসাবে আমরা আপনার কাছ থেকে একটা আশ্চর্য কাজ দেখতে চাই।"
>
> "৩৯ : যীশু তাদের বললেন, এ কালের দুষ্ট ও অবিশ্বস্ত লোকেরা 'চিহ্নের' খোঁজ করে; কিন্তু নবী যোনার[১] চিহ্ন ছাড়া আর কোন 'চিহ্নই' তাদের দেখানো হবে না।"

দেখা যাচ্ছে, হযরত ঈসা (আ) তাঁর লোকদের অনুরোধে কোন 'মোজেযা' বা অলৌকিক ঘটনা দেখানোর অস্বীকৃতি জানান। তবে পরবর্তীকালে অনেক

---

১. বাইবেলে বর্ণিত "যোনা" আমরা হযরত ইউনুস (আ)কে বুঝি। (অনুবাদক)

'অলৌকিক ঘটনা' বা 'মোজেযা' তিনি দেখিয়েছেন বলে আমরা বাইবেলের বর্ণনা থেকে জানতে পারি।

'মোজেযা' বা অলৌকিক ঘটনার বিবরণ বাইবেলে প্রচুর আছে। আসলে ঐ সব 'মোজেযা' বা 'নিদর্শন' অথবা অলৌকিক ঘটনাও মহান আল্লাহ্‌রই 'নিদর্শন।" ঐসব ঘটনা তিনিই তাঁর নবীদের মাধ্যমে করিয়েছিলেন। হযরত মূসার (আ) দ্বারা তিনিই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে ছিলেন।

হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের প্রায় ছয়শত বছর পর আরবের মক্কা নগরীতে হযরত মোহাম্মদ (সা) জন্মগ্রহণ করেন। চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি যখন আল্লাহর রাহে মানুষকে আসার জন্য এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালেন, তখন তাঁর দেশবাসী হযরত ঈসা (আ) বা পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের মতোই তাঁর কাছে 'যাদু' বা 'চিহ্ন' বা অলৌকিক ঘটনা দেখানোর দাবী জানাল, যা পবিত্র কালামেও উল্লেখ করা হয়েছে।

وَقَالُوْا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط

তারা বলে কেন তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে নিদর্শন প্রেরণ হয় না।
(সূরা আনকাবূত : ৫০ আয়াত)

উপরোক্ত বক্তব্যই ছিল তাদের দাবী। সঠিকভাবে বলতে গেলে মক্কাবাসীরা হয়তঃ বলতে চেয়েছিল- "মোহাম্মদ, তুমি বেহেশতের দিকে একটি মই বা সিঁড়ি লাগিয়ে আল্লাহর নিকট থেকে একটি কিতাব বা বই আমাদের সামনে নিয়ে আস, তাহলে আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করব।" অথবা "ঐ যে পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে এটাকে সোনার পাহাড় বানিয়ে দাও।" অথবা "মরুভূমির মাঝখানে একটি পানির নহর বইয়ে দাও. তা হলে তোমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করব।" অর্থাৎ তাদের কথায় কিছু 'যাদু' বা 'নিদর্শন' অথবা কোন 'অলৌকিক ঘটনা' দেখানো হলে তারা হযরত মোহাম্মদ (সা) কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। মোটকথা, এটাই ছিল মক্কাবাসীদের বক্তব্য।

তাদের এরূপ ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (সা) সুন্দর, নরম এবং মার্জিত ভাষায় মক্কার লোকদের ঐসব অযৌক্তিক কথার জবাব দিয়েছিলেন। "আমি কি তোমাদের বলেছি যে আমি একজন ফেরেশতা? আমি কি বলেছি যে, আল্লাহর সমস্ত ধন-সম্পদ আমার হাতে? শুধুমাত্র আমার নিকট যে সকল ওহী আসে আমি তাই অনুসরণ করি।"